রিয়াযুস স্বা-লিহীন (রিয়াদুস সালেহীন)

হাদিস নাম্বারঃ ৩৯৮ [আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৩৯৩]

বিবিধ (كتاب المقدمات)

পরিচ্ছেদঃ ৪৯: লোকের বাহ্যিক অবস্থা ও কার্যকলাপের ভিত্তিতে বিধান প্রয়োগ করা হবে এবং তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আল্লাহকে সঁপে দেওয়া হবে।

(49) - بَابُ إِجْرَاءِ أَحْكَامِ النَّاسِ عَلَى الظَّاهِرِ وَسَرَائِرِهِمْ إِلَى اللهِ تَعَالٰى

আরবী

وَعَن أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ رَضِيَ الله عَنهُما، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَصَبَّحْنَا القَوْمَ عَلَى مِيَاهِهِمْ، وَلَحِقْتُ أنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلاً مِنهُمْ، فَلَمَّا غَشَيْنَاهُ، قَالَ: لاَ إِلٰهَ إلاَّ الله، فَكفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِي، وطَعَنْتُهُ برُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، فَلَمَّا قَدمْنَا المَدِينَةَ، بَلَغَ ذلِكَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي: «يَا أُسَامَة، أقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلٰهَ إلاَّ اللهُ ؟! » قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إنَّمَا كَانَ مُتعَوِّذاً، فقَالَ: «أقَتَلْتَهُ بَعدَ مَا قالَ لاَ إِلٰهَ إلاَّ اللهُ ؟! » فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمنَّيْتُ أنِّي لَمْ أكُنْ أسْلَمْتُ قَبْلَ ذلِكَ اليَوْمِ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وفي رواية: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: أقالَ: لاَ إِلٰهَ إلاَّ اللهُ وَقَتَلْتَهُ ؟! قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إنَّمَا قَالَهَا خَوْفاً مِن السِّلاحِ، قَالَ: « أَفلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أمْ لاَ ؟! فمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أنِّي أسْلَمْتُ يَوْمَئذٍ.

বাংলা

৪/৩৯৮। উসামা ইবনু যায়দ রাদিয়াল্লাহু ’আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জুহাইনা গোত্রের এক শাখা হুরাকার দিকে পাঠালেন। অতঃপর আমরা সকাল সকাল পানির ঝর্নার নিকট তাদের উপর আক্রমণ করলাম। (যুদ্ধ চলাকালীন) আমি ও একজন আনসারী তাদের এক ব্যক্তির পিছনে ধাওয়া করলাম। যখন আমরা তাকে ঘিরে ফেললাম, তখন সে ’লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলল। আনসারী থেমে গেলেন, কিন্তু আমি তাকে আমার বল্লম দিয়ে গেঁথে দিলাম। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করে ফেললাম। অতঃপর যখন আমরা মদ্বীনা পৌঁছলাম, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ খবর

পৌঁছল।

তিনি বললেন, ’’হে উসামা! তার ’লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার পরেও কি তুমি তাকে হত্যা করেছ?’’ আমি বললাম, ’হে আল্লাহর রাসূল! সে প্রাণ বাঁচানোর জন্য এরূপ করেছে।’ পুনরায় তিনি বললেন, ’’লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার পরও তুমি তাকে খুন করেছ?’’ তিনি আমার সামনে এ কথা বারবার বলতে থাকলেন। এমনকি আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম যে, যদি আজকের পূর্বে আমি ইসলাম গ্রহণ না করতাম (অর্থাৎ এখন আমি মুসলিম হতাম)। (বুখারী ও মুসলিম) [1]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ’’সে কি ’লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলেছে এবং তুমি তাকে হত্যা করেছ?’’ আমি বললাম, ’হে আল্লাহর রাসূল! সে কেবলমাত্র অস্ত্রের ভয়ে এই (কলেমা) বলেছে।’ তিনি বললেন, ’’তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছিলে যে, সে এ (কলেমা) অন্তর থেকে বলেছিল কি না?’’ অতঃপর একথা পুনঃ পুনঃ বলতে থাকলেন। এমনকি আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম যে, যদি আমি আজ মুসলিম হতাম।

English

(49) Chapter: Making Judgment of people keeping in view their evident actions and leaving their hidden Actions to Allah (swt)

Usamah bin Zaid (May Allah be pleased with them) reported:
Messenger of Allah (ﷺ) sent us to Huraqat, a tribe of Juhainah. We attacked that tribe early in the morning and defeated them, (then) a man from the Ansar and I caught hold of a man (of the defeated tribe). When we overcame him, he said: 'La ilaha illallah (There is no true god except Allah).' At that moment, the Ansari spared him, but I attacked him with my spear and killed him. By the time we went back to Al-Madinah, news had already reached Messenger of Allah (ﷺ). He said to me, "O Usamah, did you kill him after he professed La ilaha illallah (There is no true god except Allah)?" I said, "O Messenger of Allah! He professed it only to save his life." Messenger of Allah (ﷺ) repeated, "Did you kill him after he had professed La ilaha illallah?" He went on repeating this to me until I wished I had not embraced Islam before that day (so that I would have not committed this sin).

[Al-Bukhari and Muslim].

Another narration is: Messenger of Allah (ﷺ) said, "Did you kill him in spite of his professing La ilaha illallah?" I said, "O Messenger of Allah! He said out of fear of our arms." He (ﷺ) said, "Why did you not cut his heart open to find out whether he had done so sincerely or not?" He continued repeating it until I wished that I had embraced Islam only that day.

Commentary: The relevance of this Hadith with the present chapter is evident from the fact that it stresses that injunctions of Islam will be enforced on every Muslim according to his apparent condition. It is a very wise course indeed for the reason that it has closed the door of retaliation; otherwise, everyone could kill his enemy on the pretext that the victim was not sincere in his profession of Islam. In order to rule out the possibility of any such mischief, probing into the true condition of the heart is ruled out. A Muslim has to be treated according to his apparent condition only.

ফুটনোট

[1] সহীহুল বুখারী ৪২৬৯, ৬৮৭২, মুসলিম ৯৬, আবূ দাউদ ২৬৪৩, আহমাদ ২১২৩৮, ২১২৯৫

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন বর্ণনাকারীঃ উসামাহ ইবনু যায়দ (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=22829

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন